মুক্তকথা

‘ঈদের আগে সব পাওনা না পাইলে পোলাপান লইয়া ঈদ করুম কেমনে’

মোঃ আবদুস সালিম

রোজার ঈদ যত কাছাকাছি চলে আসছে, একশ্রেণীর কলকারখানার শ্রমিকদের দুশ্চিন্তাও তত বাড়ছে। প্রতি বছর রোজার ঈদের আগে বিপুলসংখ্যক শ্রমিকের বেতন, ঈদ বোনাস, ওভারটাইম প্রভৃতি দেয়া নিয়ে শুরু হয়ে যায় বিভিন্ন মহলের নাটক। এবারো এর ব্যতিত্রপ্তম হবে না বলে আশঙ্কার কথা জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট অনেকেই। শ্রমিকরা মনে করছেন, ঈদের আগে যদি সব পাওনা না পাওয়া যায় তবে শুধু ঈদ আয়োজনই মাটি হবে না, বরং সামনের দিনগুলোতে চলাও অনেক কষ্টের হবে। এ প্রসঙ্গে ঢাকার রামপুরার একটি তৈরী পোশাক কারখানার শ্রমিক লাকী পারভীনের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘মানুষের মুখে শুনতাছি এই বারের রোজার ঈদের আগে অনেক কারখানার শ্রমিকের বেতন, বোনাস, ওভারটাইম এইগুলির কিছুই পাইবো না। আমারও দুশ্চিন্তা অইতাছে, যদি আমিও গাও-গতরে খাইটা ঈদের আগের সব পাওনা না পাই তাইলে পোলাপান লইয়া ঈদ করুম কেমনে। এ দিকে মালিকের মতিগতিও বুঝবার পারতাছে না আমাগো কারখানার মাইনষেরা (শ্রমিকরা)। এমনেই কাম কইরা আমার দুই মাসের টেকা বকেয়া অইয়া গেছে। মালিক কইছিলো, মাসের পয়লা বকেয়া টেকা দিয়া দিবো। অহন দেখতাছি পুরা মাসই পার অইয়া যাইতাছে। টেকা দেয়নের নামগন্ধ নাই। ঈদেরও আর বেশি দিন বাকি নাই। পোলাপানরে কইছি টেকা পাইলেই তোগোর জামাকাপড় কিনা দিমু। কিন্তু টেকাও পাইতাছি না, আর ওগোর বুঝ দেয়নের (বুঝানোর) বুদ্ধিও আর পাইতাছি না। কারণ কত দিন আর বুঝ দিয়া চুপ রাহন (রাখা) যায় ওগোরে। ঈদের আগে মজুরি না পাইলে ঈদ করন তো দূরের কথা পোলামাইয়া লইয়া রাস্তায় নামতে অইবো। পোলাপানের বাপে ইডা-উডা (এটাসেটা) কইরা যেই পয়সা কামায় তা দিয়া হের নিজেরই চলে না। আমার টেকার উপরই ওগোর ভরসা। হেই দিন আমরা কয়েকজনে মিলা মালিকের কাছে গেছিলাম পাওনা টেকার লিগা। কিন্তু মালিক পরিষ্কার কইরা এই সম্বন্ধে কিছুই কইলো না। জানি না কপালে আমাগো কি আছে।’

মিরপুর বেনারসি পল্লীর কাছাকাছি একটি পোশাক কারখানায় কাজ করেন সাবেরা খাতুন। ঈদের আগে বেতন-বোনাস পাওয়া যাবে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘মালিক কইছে যত তাড়াতাড়িত সম্ভব সব্বাইর ঈদের বেতন-বোনাস দিয়া দিবো। কিন্তু অনেকের মুখে শুনতাছি, ঈদের কয়েক দিন আগে আমাগো কারখানা বন্ধ অইয়া যাইতে পারে। আর মালিকের যদি কারখানা বন্ধ কইরা দেয়নের মতলব থাকে তাইলে বেতন বোনাস তো দূরের কথা শ্রমিকগো বকেয়া পাওনাগুলিও দিবো না বইলা অনেকের মুখে শুনতাছি। অহন ভালাভালাই পাওনা টেকা কয়ডা পাইলেই অয়। ঈদের আগে টেকা না পাইলে আমাগো অবস্থা যে কী অইবো তা কইতে পারতাছি না। মালিকরা কেন যে আমাগো খাটাইয়া পয়সা দেয় না তা আমাগো মাথায় আসে না। অহন পর্যন্ত ঈদের সব কেনাকাটা বাকি রইয়া গেছে। মাইয়াডারেও অহন পর্যন্ত একটা জামাও কিনা দিতে পারলাম না। অথচ আমরা যে বাড়ি ভাড়া থাহি হেই বাড়ির প্রায় সব্বেরই (সকলের) ঈদের কেনাকাটা প্রায় শেষ অইয়া গেছে। মালিক ঠিকমতো বেতন দেয় না। তাই সংসার চালাইতে কিছু টেকা ঋণ অইয়া গেছে। হেই গুলিও শোধ করতে পারতাছি না। পাওনাদাররা আমার কাছে টেকা চাইতাছে, কিন্তু তা দিতে পারতাছি না। কইছি, ঈদে কারখানার পাওনা টেকা পাইলেই সব টেকা আপনাগোরে ফেরত দিয়া দিমু। ঈদের আগে টেকা না পাইলে তাগোর কি বইলা সান্ত্বনা দিমু হেইডাও ভাবতে পারতাছি না। এ দিকে মাইয়্যার বাপেও আমারে চাপ দিতাছে পাওনা টেকা নিয়া আহনের। অহন আমি কী করি ভাবতে পারতাছি না।’

ঈদের আগে শ্রমিকদের বেতন, বোনাস, ওভারটাইম ইত্যাদি প্রদান প্রসঙ্গে সমাজকর্মী সাহারা পারভীন বলেন, ‘ঈদ এলেই দেশে একশ্রেণীর কারখানার মালিক-শ্রমিকদের প্রায় সব ধরনের পাওনা না মেটানোর কৌশল আঁটে।

এর ফলে অনেক শ্রমিকের পক্ষে পরিবার পরিজন নিয়ে ভালোমতো ঈদ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।’ এবার যাতে এ ধরনের কিছু না ঘটে সে জন্য আগে থেকেই সরকারের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত ছিল। শ্রমিকরা কাজ করে টাকা বা মজুরি পাবে না তা তো কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না। শ্রমিকরা কাজ করে মজুরি না পেলে তা সামাজিক সমস্যাও বাড়াবে।

মহাবিপদে লাভলী আকতার

বোদা উপজেলা সদর থেকে মাত্র চার কিমি পপিচমে দেবীপুর শ্যামাগাঁতে প্রেমিক নজরুল ইসলামের সাথে এফিডেভিট করেও বিয়ে না হওয়ায় গর্ভের সন্তান নিয়ে মহাবিপদে পড়েছেন লাভলী আকতার (২৩)। ১১/০৭/১০ইং ২২৪৮/১০ নম্বর এফিডেভিটের সংক্ষিপ্ত বিবরণে জানা যায়, ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার ১৫ নম্বর দেবীপুর ইউনিয়নের শ্যামাগাঁও গ্রামের পঙ্গু খামিজ উদ্দীন ওরফে খোকার মেয়ে লাভলী আকতার (২৩)-এর সাথে দীর্ঘ তিন বছর ধরে পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলাধীন ময়দানদীঘি ইউনিয়নের হলদিয়া পুকুর গ্রামের মৃত রহমান শেখের পুত্র নজরুল ইসলামের সাথে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অবৈধ সম্পর্কের এক পর্যায়ে লাভলীর গর্ভে সন্তান এলে ঘটনাটি এলাকায় জানাজানি হয়ে যায়। লাভলীর মা হাজেরা বেগম ও তাদের পরিবারের শুভাকাংক্ষী হিসেবে পরিচিত রুস্তম আলীর সমন্বয়ে প্রেমিক নজরুল ইসলাম ও প্রেমিকা লাভলী আকতার গত ১১/০৭/১০ তারিখে ২২৪৮/১০ নম্বর এফিডেভিট মূলে ৭০,০০১ টাকা (সত্তর হাজার এক টাকা) দেনমোহর ধার্য করে নোটারি পাবলিক অব বাংলাদেশ, ঠাকুরগাঁয়ে উভয়ে বিয়ে করে ফেলে। ওই তারিখ থেকে নজরুল ইসলাম ও লাভলী আকতার স্বামী-স্ত্রী হিসেবে ঘরসংসার করার জন্য নোটারি পাবলিক অব বাংলাদেশ ঠাকুরগাঁও উভয়ে উপস্থিত হয়ে অঙ্গীকার করেন। উভয়ে বিয়ে বিষয়ে কাজী অফিসে গিয়ে নিকাহ রেজিস্ট্রি করবেন বলে ঘোষণা করেন। সেই বিয়ে রেজিস্ট্রি না হওয়ায় বর্তমানে লাভলী আকতার মানবেতর জীবনযাপন করছেন। লাভলীর পিতা খোকা পঙ্গু হিসেবে দীর্ঘ দিন ধরে বিছানায় জীবনযাপন করছেন। রুস্ড়মের রিকশাভ্যানে লাভলীর মা হাজেরা বেগম অন্যের সহযোগিতা নিয়ে এই পরিবারটি পরিচালনা করেন। লাভলীর বিয়ের স্বীকৃতির জন্য লাভলীর মা হাজেরা বেগম সমাজপতিদের দ্বারে দ্বারে ঘুরেও সুবিধা করতে পারেননি। অবশেষে দেবীপুর ইউপি চেয়ারম্যান নূর ইসলামের কাছে বিচারের জন্য গিয়েছিলেন বলে হাজেরা জানান। লাভলী বলেন, বিয়ে না হলে আত্মহত্যা ছাড়া আমার কোনো পথ খোলা নেই। অন্য দিকে নজরুল ইসলাম মোবাইলে বলেন, এফিডেভিট করেছি তবে বিয়ে করব না। কারণ এফিডেভিটের একনম্বর সাক্ষী রুস্তম বলতে পারবে বলেই মোবাইলের লাইন কেটে দেন। এলাকাবাসী রুস্তমের বিভিন্ন অসামাজিক কর্মকান্ডে জড়িত থাকার কথা জানান। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা ও বলরামপুর আদর্শ মহাবিদ্যালয়ে কর্মরত হামিদুর রহমান বলেন, লাভলীর মা হাজেরা বেগম মেয়ের গর্ভের সন্তানের স্বীকৃতির জন্য বর্তমানে কী করা যায়, পরামর্শের জন্য আমার কাছে গিয়েছিলেন বলে জানান। লাভলীর মা হাজেরা বেগম বলেন, গরিব বলে কি আমরা বিচার পাবো না? আমি নজরুলের বিচার চাই। যারা নজরুলকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে তাদেরও বিচার চাই। লাভলীর গর্ভের সন্তানের স্বীকৃতি চাই। লাভলী নজরুলের স্ত্রী হিসেবে স্বীকৃতি পেলে গর্ভের সন্তানটির পরিচিতি মিলবে এটাই অভিজ্ঞদের অভিমত

মোঃ তোফাজ্জল হোসেন বোদা (পঞ্চগড়)

8CIDENT CLAIMS MANAGEMENT

প্যাসেঞ্জার! সড়ক দুর্ঘটনা!! আহত!!!

- ট্যাক্সি কিংবা বাসে, বন্ধু-আপনজনের সাথে ভ্রমণের সময় সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হন এবং ড্রাইভার দোষি হলেও আপনি যাত্রী হিসেবে ইনজুরি ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারেন।
- ২৮-২৯ মাসের মধ্যে সংগঠিত দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণের দাবী (Claim) করতে পারেন।
- আমাদের দক্ষ ও নিবেদিত সলিসিটর NO WIN NO FEE ভিত্তিতে ১০০% পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ আদায় করে দিতে সক্ষম।

আপনি কি ঋণে বিপর্যস্ত? দুশ্চিন্তা করবেন না!

- আমরা IVA এর মাধ্যমে আপনার সব ধরণের ঋণ একসাথে করে ইন্টারেষ্ট ও অন্যান্য চার্জ বন্ধ (ফ্রিজ) করে আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী একটি Low Monthly Repayment-এর ব্যবস্থা করে দিতে পারি।
- আমাদের দক্ষ এড্ভাইজারের পরামর্শ অনুযায়ী মাত্র ৬০ মাসের মধ্যে আপনি সম্পূর্ণ ঋণমুক্ত হতে পারেন।

MR. M I AHMED (SHIPON)
8Cident Claims Management Ltd
47 Raven Row, Whitechapel, London E1 2EG
Tel: 020 7247 8679 Fax: 056 0343 4352
Mob: 07957 577 988
Email: info@8cidentclaims.com
www.8cidentclaims.com

TRAVEL SEASON
The best choice for world travel
TRAVEL SEASON

We sell cheap airline tickets anywhere in the world
Check for our latest fares:
0207 702 7399

SPECIAL OFFER
Dhaka RTN
£440 inc. tax
Subject to availability
Terms & Conditions apply

সম্মানিত হজ্ব যাত্রীদের জন্য আমরা সকল প্রকার সহযোগিতা করে থাকি।
হজ্বের বুকিং নেয়া হচ্ছে।
আমরা আপনার পাসপোর্ট, ভিসা, নো-ভিসা ইত্যাদি কাজ করে থাকি।
আপনি কি বাংলাদেশ সহ বিশ্বের যে কোন স্থানে ভ্রমণ করতে চান? তাহলে আর দেরী না করে আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
আমরা অল্প সময়ে বাংলাদেশের যে কোন স্থানে টাকা পাঠাতে সক্ষম।
আমরা ১৯৯৯ সাল থেকে আপনাদের সেবা দিয়ে আসছি।
ট্রাভেল সিজন

62a Cleveland Way, London E1 4UF
T: 0207 702 7399
F: 0207 702 7399
M: 07985 116 074
E:travelseason@msn.com
www.travelseason.co.uk
Retailer agent for ATOL HOLDER